ছোটো গল্প

আধুনিক ছোটো গল্পের জনক মার্কিন লেখক এডগার এলান পোর সংজ্ঞা অনুসারে ছোটোগল্প হল এমন একটি সাহিত্য সংরূপ যা একটি অধিবেশনে পড়ে শেষ করা যায়। অর্থাৎ ছোটোগল্পের দৈর্ঘ্য কম, তা পড়তে কম সময় লাগে। এতোটাই কম যে একবার বসলেই অল্পসময়ে পুরোটা পড়ে শেষ করা যায়। এই আয়তনগত পার্থক্যই ছোটোগল্পকে অন্যান্য সংরূপ যেমন নাটক-উপন্যাস ইত্যাদির থেকে আলাদা করেছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে কেবলমাত্র ছোটো বা বড়ো দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় না। বর্তমানে গল্পের দৈর্ঘ্যের পাশাপাশি এও দেখা হয় গঠনগত সংহতি এবং কাহিনির একমুখীনতায়, সহজাত জীবনবোধ এবং সংকেতময় পরিসমাপ্তির মাধ্যমে গল্পটি বিশিষ্ট কোনো সত্যকে প্রকাশ করতে পারছে কিনা। এই সত্য, যা লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা এবং দর্শন থেকে জাত, সেই সত্যে উপনীত হওয়া জরুরি। ছোটোগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে যে বৃহৎ জীবনবোধের পরিচয় মেলে, তা এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। যে কাহিনির পরিসমাপ্তিতে সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তা চেহারায় নির্মেদ হলেও, ছোটোগল্প নয়।

উৎপত্তি:

গল্প বলা ও গল্প শোনার প্রথা বহুকালের। মনে করা হয় ছোটোগল্পের বীজ লুকিয়ে ছিল প্রাচীন রূপকথা, লোককথা, ফেয়ারি টেলস, ফেবেল ইত্যাদির মধ্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের কথাসরিৎসাগর, জাতকের গল্প, পঞ্চতন্ত্রে আমরা ছোটোগল্পের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। ইউরোপে ঈশপের গল্প এবং বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনির উপাদান দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে, চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বোকাচ্চিওর 'ডেকামেরন' গ্রন্থে একশোটির কাছাকাছি গল্পের খোঁজ মেলে। যদিও আধুনিক অর্থে যে ছোটোগল্প, তার শুরু আরও অনেক পরে উনিবিংশ শতাব্দীতে, এডগার এলান পোর হাত ধরে। ১৮৩০ সালে এলান পো দুটি গল্প লিখেছিলেন 'দ্য গোল্ড বাগ' এবং 'দ্য ব্ল্যাক ক্যাট'। এই দুটি গল্পকেই আধুনিক ছোটোগল্পের সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরা হয়। শুধু তাই নয় ছোটোগল্প কেমন করে লিখতে হবে, তার বৈশিষ্ট্য কী হবে সে সম্পর্কেও এলান পো একটি নির্দেশিকা তৈরি করেন ১৮৪২ সালে। এরপর থেকেই ছোটোগল্প লেখার প্রচলন শুরু হয়। মার্কিন লেখক হথর্ন, রুশ গল্পকার তলস্তয় এবং গোর্কি, ফরাসী গল্পকার মোঁপাসা প্রমুখের হাত ধরে ছোটোগল্প ক্রমশ সাবালকত্ব লাভ করে। বাংলাভাষায় ছোটোগল্প লেখার শুরু উনবিংশ শতকের একদম শেষে, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে।

ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য ও শিল্পরূপ:

১। ছোটোগল্পের সূচনা ভনিতাহীন। অর্থাৎ গল্পের শুরুতে দীর্ঘ বক্তৃতার সুযোগ থেকে না, প্রথম বাক্যটি থেকেই গল্পটির মূল বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। এলান পোর ভাষায়, 'ফ্রম দ্য ভেরি ইনিসিয়াল সেন্টেন্স'।

২। ছোটগল্পের শুরু যেমন অতর্কিত, শেষটিও তেমনিই। সেখানেও অতিরিক্ত বক্তব্য বা বাগবিস্তারের সুযোগ নেই। আশা করা হয় কাহিনির তুঙ্গ মুহূর্তেই গল্পকার লেখার ছেদ টানবেন। গল্প ইলাস্টিকের মতো স্থিতিস্থাপক নয়, কাহিনি বেশি টানতে থাকলে গল্পের মজা নষ্ট হয়।

৩। ছোটোগল্পে উপকাহিনির জায়গা নেই। একটিমাত্র মূল কাহিনিকেই গল্পে জায়গা দিতে হয়। উপকাহিনি থাকে উপন্যাসে।

৪। উপন্যাসের মতো ছোটোগল্পে প্রচুর চরিত্র হাজির থাকে না। ছোটোগল্পের চরিত্র হবে হাতে গোণা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি থেকে তিনটি।

৫। ছোটগল্পে একটিমাত্র ক্লাইম্যাক্স থাকে। ক্লাইম্যাক্স অর্থাৎ কাহিনির চরমতম মুহূর্ত। এই ক্লাইম্যাক্সের মুহূর্তেই গল্পটিকে শেষ করতে হয়।

৬। ছোটোগল্পের শিল্পরূপ সংহত। অর্থাৎ কাহিনির ক্ষুদ্র পরিসরেই আদি-মধ্য এবং অন্ত্য দেখতে পাওয়া যায়।

৭। ছোটোগল্পে অতিকথনের সুযোগ নেই। তাই ছোটোগল্পের ভাষা হয় সংযত, সচেতন, এবং প্রয়োজনে সংকেতময়।

ছোটোগল্পের শ্রেণীবিভাগঃ

১। প্রেমমূলক – রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি', 'একরাত্রি'। বিভূতিভূষণের 'বাক্সবদল'।

২। সামাজিক – রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'।

৩। অতিপ্রাকৃত/ অলৌকিক – রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মণিহারা'।

৪। হাস্যরসাত্মক – রাজশেখর বসুর 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'ভূষণ্ডীর মাঠে', 'লম্বকর্ণ'।

৫। সংকেত বা প্রতীকধর্মী – রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন'।

৬। ঐতিহাসিক – শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুয়াচন্দন'।

৭। মনস্তাত্ত্বিক – জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম', 'অরূপের রাস'।

৮। গোয়েন্দা গল্প – সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার গল্পগুলি, বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের কাহিনি।

৯। কল্পবিজ্ঞান – সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুর কাহিনিগুলি।

একটি ছোটোগল্পের উদাহরণঃ

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি ছোটোগল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গল্পটিতে কোনো উপকাহিনি নেই, কাহিনির একটি মাত্র অভিমুখ এবং তা মহেশকে ঘিরেই এগিয়ে গেছে। গল্পটির পরিসর দীর্ঘ নয়, এলান পো কথিত একটি অধিবেশনেই পড়ে নেওয়া যায়। গল্পটিতে চরিত্র সংখ্যা সীমিত। মূল চরিত্র মাত্রই তিনটি – গফুর, আমিনা এবং মহেশ। গল্পটি বক্তব্যবহুল নয়, যেটুকু দরকার লেখক কেবল সেটুকুই বিবৃত করেছেন। গল্পটির ক্লাইম্যাক্স মহেশের মৃত্যুতে, লেখক তারপরে আর কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাননি, অতর্কিতে শেষ করেছেন। গল্পটিতে জীবনের একটি বিশিষ্ট সত্য উঠে এসেছে। সত্যটি হল কীভাবে প্রতিমুহূর্তে নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষ ক্ষমতাবানদের দ্বারা শোষিত এবং লাঞ্ছিত হয়, কিন্তু তারপরেও, শতকষ্টের মধ্যেও কীভাবে নিম্নবিত্ত মানুষ নিজের হৃদয়গুণকে ধরে রাখে। গল্পটি সংহত। এর আদি, মধ্য এবং অন্ত্যের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভাগ রয়েছে। এইভাবে খতিয়ে দেখলে ছোটোগল্পের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমরা মহেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি মহেশ একটি আদর্শ ছোটগল্প।

রাহুল...